MAR. 0 6 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৪...

সরকারি তথ্য বিবরণী

শিক্ষকদের পাল্টাপাল্টি মামলার জন্যই শিক্ষা ক্যাডারে পদোন্নতি আটকে আছে

কাগজ প্রতিবেদক : সরকারি কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রক্রিয়া চালুর দাবিতে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) সমিতির আলটিমেটাম ও ক্লাস বর্জনের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার তার অবস্থান ব্যাখ্যা করেছে।

গত রোববার দেওয়া সরকারি এক তথ্য বিবরণীতে বলা হয়েছে, শিক্ষকদের পাল্টাপাল্টি মামলার জন্যই শিক্ষা ক্যাডারে পদোন্নতি আটকে আছে।

প্রসঙ্গত, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি বিসিএস (শিক্ষা) সমিতি শিক্ষা ভবন চত্বরে এক সমাবেশ করে আগামী ১৫ মার্চের মধ্যে পদোন্নতি না দিলে ১৯, ২০ ও ২১ মার্চ দেশের সবগুলো সরকারি কলেজে ক্লাস বর্জনের কর্মসূচি দেওয়া হয়। এরপরও দাবি মানা না হলে পরবর্তী সময়ে কলেজে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। শিক্ষা ক্যাডারে পদোন্নতি সংক্রান্ত জটিলতার সংবাদ গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ভোরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল।

তথ্য বিবরণীতে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের সদস্যদের ক্লাস নেওয়া থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা হয়েছে। অন্যথায় সরকার আইনগত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে বলেও এতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে পদোন্নতি না পাওয়ার বিষয়টি একদিনেই ঘটেনি। বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ নিজেরাই মামলা, পাল্টা মামলা করে বহু বছর ধরে পদোন্নতি বন্ধ করে রেখেছিলেন। সরকারি উদ্যোগে মধ্যস্থতা করে এ জট খোলা হয়েছিল এবং বিশেষ করে মধ্যস্তরের কর্মকর্তাদের বন্ধ হয়ে যাওয়া পদোন্নতির প্রক্রিয়া আবার শুরু হয়েছিল। এমনকি বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সভাও ডাকা হয়েছিল।

কিন্তু শিক্ষকদেরই অন্য একটি পক্ষ আবারো আদালতে মামলা করে ৬ মাসের জন্য এ পদোন্নতির প্রক্রিয়া স্থগিত করে দিয়েছে, শিক্ষকরা নিজেরাও এ ঘটনা জানেন।

এরপরও ক্লাস বর্জনের হুমকি মূলত বিভ্রান্তি ছড়ানো এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে পদোন্নতি তাদের নিজেদের মামলার জন্য আদালত স্থগিত করে রেখেছে তার সমাধান তাদের নিজেদেরকেই করতে হবে, অনাহূতভাবে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে তারা সমাধানকে আরো জটিল করে তুলছেন মাত্র।